দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে দেয়া হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫শ' কমিউনিটি বিদ্যালয় দু'বছর পরিচালনার জন্য নিবন্ধনকৃত বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) এবং প্রাইভেট ভলান্টারি সংস্থার (পিভিও) কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছে। দরখাস্ত আগামী ৩০শে মে'র মধ্যে জমা দিতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উচ্চপর্যায়ের একটি সূত্র জানান

বিদ্যালয় ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

বিদ্যালয় ঃ দেয়া হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সারাদেশে ৩২শ' কমিউনিটি বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫শ' বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ আছে। সরকার বর্তমানে বন্ধ ৫শ' কমিউনিটি বিদ্যালয় পুনরায় চালুর লক্ষ্যে এনজিওগুলোর কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি ১৯৯৮ এবং আগামী ১৯৯৯ এই দু'বছরের জন্য পরিচালনায় আগ্রহী এনজিওগুলোকে নিজস্ব বা দাতা সংস্থা থেকে সংগৃহীত সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের শর্ত অনুযায়ী আবেদনকারী বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তরের সঙ্গে কমপক্ষে ৩ বছরের নিবন্ধনকৃত থাকতে হবে। আবেদনকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিদ্যালয় পরিচালনায় কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা এবং গত দু'বছরের পূর্ণাঙ্গ ও সন্তোষজনক অডিট রিপোর্ট থাকতে হবে। সরকার নির্দেশিত একটি পরিচালনা কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। এতে সংশ্লিষ্ট এনজিওদের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সভাপতি থাকবেন।